সালাত

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "সালাত"। তিন অক্ষর "সোয়াদ, "লাম", "ওয়াও" থেকে ৪টি নির্গত ফরমে শব্দগুলো ৮৮টি আয়াতে মোট ৯৯ বার ব্যাবহ্রিত হয়েছে।" সালাত" শব্দটি

৮৩ বার এসেছে "সালাত কায়েম কর"। রহমত/কল্যান ইহুদীদের উপাসনালয় অর্থেও ব্যাবহ্রিত হয়েছে। সালাত ইসলামের একটি স্তম্ভ। সালাত আল্লাহর সাথে কথপকথন।

আল্লাহ তা'য়লা কোরানুল করীমে ইরশাদ করেনঃ

১।সালাতের পূর্বে গোসল(ফরজ হইলে) অযু/ তায়াম্মুম দ্বারা তোমরা পবিত্রতা অর্জন কর।

সুরা ৫ আল মায়িদা,আয়াতঃ৬

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ
اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى
الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ
اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ
يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٦

হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ্ করিবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ্ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না ; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করিতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চান; যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

২। নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

click herehttp://www.morningbrightness.fi

সুরা ৪ আন নিসা,আয়াতঃ১০৩

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ
فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে ; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

৩। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম কর।

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ১১৪

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾

তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, ইহা তাহাদের জন্য এক উপদেশ।

৪। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।

সুরা ১৭ বনী ইসরাইল, আয়াতঃ৭৮

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ
اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।

৫। তোমরা সালাতের স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না।

সুরা ১৭ বনী ইসরাইল, আয়াতঃ ১১০

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾

বল, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রাহ্মান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার। তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।'

৬। সালাতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাড়াইবে।

সুরা ২ আল বাকারা,আয়াতঃ ২৩৮

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে;

৭।তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে। তারা সালাত কায়েম করে।

সুরা ২২ আলহাজ্জ, আয়াতঃ ৩৮, ৩৫

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি; তিনি তাহাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়াছেন, সেগুলির উপর যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্‌ এক ইলাহ্‌, সুতরাং তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে-

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَ
الْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

যাহাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হইলে, যাহারা তাহাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাহাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

৮। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে

সুরা ২৩ মু'মিনুন, আয়াতঃ২

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿٢﴾

যাহারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে,

৯। বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর।

সুরা ৩০ আর রুম, আয়াতঃ৩১

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿٣١﴾

বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাহাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হইও না মুশরিকদের,

১০। তারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্য বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে।

সুরা ৯৮ বায়্যিনাহ ,আয়াতঃ ৫

وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَ

يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ﴿٥﴾

তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ‘ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

১১। কাজেই তোমরা কুরআন হইতে যততুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। অতএব সালাত কায়েম কর।

সুরা ৭৩ আল মুযাম্মিল আয়াতঃ ২০

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَ
طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۖ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ عَلِمَ أَن
لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ
أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ
أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহা পুরাপুরি পালন করিতে পারিবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কাজেই তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তাহা তোমরা পাইবে আল্লাহ্র নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২। প্রত্যেকেই (সমস্ত জীবজন্তু, গাছপালা) জানে তাহার ইবাদতের ও পবিত্র ঘোষণার পদ্ধতি(সালাত)।

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াতঃ ৪১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۖ

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই জানে তাহার 'ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

১৩।সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে।

click herehttp://www.morningbrightness.fi

সুরা ২৯ আন কাবুত, আয়াতঃ৪৫

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ
تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ
یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

১৪। সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১০১

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ
الصَّلٰوةِ ۖۗ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ
كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۱۰۱﴾

তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করিবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয়, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করিবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৫।সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের ,যাহারা তাহাদের সালাত আদায় সম্বন্ধে উদাসীন।

সুরা ১০৭ আল মা'উন , আয়াতঃ ৪,৫

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤

সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥

যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,

সালাত সংক্রান্ত হাদিস

১। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত তিনি রসুল (সঃ)কে বলতে শুনেছেনঃ

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনে দিয়ে যদি একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং ঐ নদীতে তোমরা যদি দৈনিক পাঁচবার গোসল করো তবে কি তোমাদের শরীরে কোন ময়লা থাকবে ?

সাহাবিরা উত্তর দিলেন এমন হলে শরীরে কোন ময়লা থাকবেনা। রসুল(সঃ) বললেন,এরকমই যদি তোমরা দৈনিক পাঁচবার ফরজ সালাত আদায় কর তবে তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২।হযরত ইবনে মাসুদ(রাঃ) বলেন, কোন এক ব্যাক্তি কোন অপরিচিত এক মহিলাকে চুমু দিল এবং পরে রসুলুল্লাহ(সঃ) কাছে এসে নিজের দোষ স্বীকার করলো । ঐ সময় আল্লাহ তা'য়লা সুরা হুদের ১১৪ নং আয়াত নাযিল করেন, 'সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ (ফজর এবং যোহর ,আসর, ও মাগরিব) এবং রাতের প্রথমাংশে (অর্থাৎ এশার সালাত)। নিশ্চয়ই পুণ্য মিটিয়ে দেয় পাপকে।' লোকটি বললেন, 'এটা কি শুধু আমার জন্য' রসুল(সঃ) বললেন 'না এটা আমার সমগ্র উম্মতের জন্য।(বুখারী ও মুসলিম)

৩। আবু হুরায়রা(রাঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে।

কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে , তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।(বুখারী)

৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফেরেশতাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে

রাত কাটিয়েছেন তাঁরা উর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তায়লা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ----অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?' তাঁরা বলেন, 'আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি , তখন তারা নামাযে

প্রবৃত্ত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম , তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল।"(বুখারী ও মুসলিম)

৫। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ)..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সুরাহ ফা-তিহাহ) পাঠ করেনি তার সালাত ত্রুটিপুর্ন থেকে গেল, পুর্ণাঙ্গ হল না। এ কথাটা তিনবার বলেছেন । আবু হুরায়রা(রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করব তখন কি করব? তিনি বললেন, তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আমি সালাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। বান্দা যখন বলে ,(সমস্ত প্রসংশা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), আল্লাহ তা'আলা তখন বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে । সে যখন বলে, তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, তিনি বিচার দিনের মালিক তখন আল্লাহ বলেনঃ বান্দা আমার গুণ বর্ননা করেছে ,আল্লাহ আরো বলেনঃ বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সমর্পণ

করেছে। সে যখন বলে, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা

করি। তখন আল্লাহ বলেনঃ এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। (এখন) আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। যখন সে বলে, আমাদের সরল - সঠিক পথে পরিচালনা করুন ।

যেসব লোকদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন, তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে,তখন আল্লাহ বলেনঃ এসবই আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।

সুফিয়ান বলেন,আমি আলা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ননা করে শুনান। এ সময় তিনি রোগশয্যায় ছিলেন এবং আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। (মুসলিম)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা সালাতের গুরুত্ব অনেক। আসুন, আমরা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করি। সালাতে কি পড়ছি তা বুঝে বুঝে আল্লাহর সামনে রুকু ও সিজদা করি । আল্লাহ আমাদের সালাতের জবাব সাথে সাথে দিয়ে থাকেন,যখন আমরা সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করি। পরিবারের অন্যদেরকে, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনকে সালাত আদায় করতে উদ্‌বুদ্ধ করি। আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে জাহান্নাম থেকে

আমাদেরকে বাঁচাবেন এবং জান্নাতে দাখিল করবেন। দুনিয়ায়ও আমাদেরকে সালাতের জন্য অন্যায় থেকে মুক্ত রাখবেন এবং সফলতা দান করবেন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....

click herehttp://www.morningbrightness.fi